দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24 OCT 1995 ...

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

জাতিসংঘের পঞ্চাশ বছরে

জাতিসংঘের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে একটি পাঁচ–দফা প্রস্তাব রেখেছেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তার এ প্রস্তাবকে একটি 'চ্যালেঞ্জিং এবং পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী' বলে অভিহিত করেন। প্রস্তাবের সার কথা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস এবং চোরাপথে অস্ত্র ও ক্ষতিকর সামগ্রীর ব্যবসা প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা। শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি কর্মসূচীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমরা আশা করবো, ঐতিহাসিক এ সমাবেশে উপস্থিত নেতৃবর্গ এ প্রস্তাবকে উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবেন।

যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল তা আজ আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহ ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে পৃথিবী। সে কারণেই প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তাঁর ভাষণে সামাজিক সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দিতে পেরেছেন।

আজকের পৃথিবী বলা হয়, এক মেরুর পৃথিবী। অন্যতম সুপার পাওয়ার সোভিয়েট ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটেছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে জাতিসংঘ সযত্নে শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে বলেই নানা সংঘাত সত্ত্বেও পৃথিবী আজও পারমাণবিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি।

জাতিসংঘের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশ্বের একশ আশিটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অংশ নিচ্ছেন। মেজবান হিসাবে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং নাগরিক নিরাপত্তা বিষয়ে একটি ঘোষণা স্বাক্ষরের আহ্বান জানান। যে ঘোষণার লক্ষ্য হবে, সকল অপরাধীদের এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তাদের পালানোর কিংবা গা–ঢাকা দেয়ার জায়গা আর কোথাও নেই। ক্লিনটন প্রস্তাবের অপর চারটি বিষয় হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিরোধী একটি চুক্তি, মাদক বিরোধী অভিযান, জাতীয় পুলিশ বাহিনীসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং অবৈধ অস্ত্র পাচার ও ক্ষতিকর সামগ্রী প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন বড় হয়ে উঠেছে। এ কথা আজ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস এ লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। সন্ত্রাস আর অস্ত্রের চোরাচালানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহণ তাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘে এ মর্মে একটি ঘোষণা গ্রহণের সহজ অর্থ হবে এই সম্মিলিত কর্মসূচীর পথ রচনা। এ যেমন কারো একার সমস্যা নয়, তেমনি এককভাবে কারো পক্ষে এর মোকাবিলা করাও সম্ভব না। বিশ্বসংস্থার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্যেও এমন একটি কর্মসূচী গ্রহণ আবশ্যিক।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের এই পাঁচ–দফা প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নিয়ে যেমন দ্বিমতের অবকাশ নেই, তেমনি নীতিগতভাবে এ প্রস্তাব গ্রহণে কারো আপত্তি করারও আশংকা আছে বলে মনে হয় না। বিরোধ আসতে পারে কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রশ্নে। কেননা, কোনটি সন্ত্রাস কিংবা কোন আচরণ নাগরিক নিরাপত্তাহানীকর তার সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়ার আশংকা প্রবল। এই একটি প্রশ্নে বিশ্বসংস্থার স্বচ্ছতা প্রমাণ করা এখনো বাকি আছে বলে অভিযোগ আছে। এসব অভিযোগ অবশ্যই দূর করতে হবে। তবে আমরা মনে করি, লক্ষ্যের প্রশ্নে যেখানে দ্বিমত নেই, একটি ঘোষণা গ্রহণের মাধ্যমে কাজে নামায় কোনো অসুবিধা থাকতে পারে না। অধিকন্তু সম্মিলিত কর্মসূচী নিয়ে কাজ করার মাঝ দিয়েই খুঁটিনাটি নিয়ে বিরোধের বিলুপ্তি ঘটানো সম্ভব।

যে কোনো বড় উদ্যোগের প্রথম শর্তই হচ্ছে লক্ষ্যের সততা আর আন্তরিকতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সনদ অবিস্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেছে, এ প্রশ্নে আজ দ্বিমত নেই। এই শান্তি আর নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে হলে সন্ত্রাস এবং ক্ষতিকর সামগ্রীর চোরাকারবার অবশ্যই রোধ করতে হবে। আর সে লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় পুলিশ বাহিনীসমূহের ঘনিষ্ঠতর এবং কার্যকর সহযোগিতা অবশ্যই অপরিহার্য। ক্লিনটন প্রস্তাবে তাই কার্যত সময়ের দাবীই প্রকাশ পেয়েছে। আমরা তাই মনে করি, প্রস্তাবিত ঘোষণা ও কর্মসূচীর বাস্তবায়ন বিশ্বসংস্থাকে সাফল্যের নতুন স্তরে উন্নীত করবে। আমরা এ প্রস্তাবের প্রতি বিশ্বনেতৃত্বের সুবিবেচনা প্রত্যাশা করি।

জাতিসংঘের পঞ্চাশ বছরপূর্তিতে আমরা এই সংস্থার দীর্ঘায়ু কামনা করি। পতন— অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা/যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী। অনেক সমালোচনা অনেক নালিশ আছে। থাকতে পারে এবং থাকবে। কিন্তু জাতিসংঘকে মানব জাতির বড় প্রয়োজন।